https://printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro

বাতজ্বর এবং স্ট্রেপটোকক্কাল ব্যাকটিয়া জনিত রিঅ্যাকটিভ আর্থ্রাইটিস

বিবরণ 2016

বাতজ্বর কি?

ইহা কি?

বাতজ্বর এমন একটা রোগ যা স্ট্রেপটোকক্কাল ব্যাকটিয়া জনিত গলার প্রদাহে হয়ে থাকে। স্টেট্রাপটোকক্কাল ব্যাকটেরিয়াকে বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে এর মধ্যে গ্রুপ "এ" দ্বারা বাতজ্বর হয় যদিও স্ট্রেপটোকক্কাল ইনফেকশন স্কুল গামী বাচ্চাদের গলার প্রদাহের অন্যতম কারন, কিন্তু সব গলার প্রদাহে বাচ্চাদের বাতজ্বর হয় না। এই রোগ হৃদপিন্ডে প্রদাহ ও ক্ষতি করে, এই রোগে প্রথমে অল্প সময় মেয়াদী গিটে ব্যথা হয় ও ফুলে যায়, এবং পরে হৃদপিন্ডের প্রদাহ, অস্বাভাবিক ও অনিয়ন্ত্রিত শারিরীক গতিবিধি (ক্রিয়া) দেখা যায় যা মস্তিস্কেও প্রদাহের কারনে। চামড়ায় র‍্যাশ অথবা চাকা দেখা যেতে পারে।

এটা সাধারনত কতটুকু দেখা যায় ?

অ্যান্টিবায়োটিক আবিস্কারের পূর্বে উষ্ণ আবহাওয়া অঞ্চলে এই রোগের সংখ্যা বেশী ছিল। গলার প্রদাহে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে এই রোগে সংখ্যা কমে গেছে কিন্তু এখনও ৫-১৫ বছরের বাচ্চার এই রোগে আক্রান্ত হয় গোটা পৃথিবীতে এবং হৃদপিন্ডের অসুখের ও কারন হয়ে থাকে কিছু সংখ্যাকের ক্ষেত্রে। বাতজ্বর রোগের বিস্তার পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় দেখা যায়।
বাতজ্বরের সংখ্যা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সংখ্যা দেখা যায়। কিন্তু কিছু দেশে এর সংখ্যা শূন্যের কোঠায় আবার কোথাও কোথাও মধ্যম থেকে উচ্চ হারে দেখা যায় (৪০ জন /লাখ/বছর)। পৃথিবী ব্যাপী ১৫ মিলিয়ন লোক বাতজ্বরে জনিত হৃদরোগে আক্রান্ত যেখানে বছরে ২ লাখ ৮২ হাজার নতুন করে সংক্রামিত হয় এবং ২ লক্ষ ৩৩ হাজার মারা যায়।

বাতজ্বরের কারনগুলো কি কি ?

স্ট্রেপটোকক্কাল পায়োজেনে বা গ্রুপ "বিটা হেমোলাইটিক স্টেপটোকস্কাল ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশনের ফলে শরীরে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয়। গলার প্রদাহ এই রোগের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, যখন রোগের লক্ষনগুলো, সম্পর্কে বোঝা যায় না।
স্ট্রেপটোকক্কাল পায়োজেনে বা গ্রুপ "বিটা হেমোলাইটিক স্টেপটোকস্কাল ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশনের ফলে শরীরে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয়। গলার প্রদাহ এই রোগের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, যখন রোগের

লক্ষনগুলো, সর্ম্পকে বোঝা যায় না।

এটা কি বংশ গত ?
বাতজ্বর কোন বংশগত রোগ নয়, কারন এটা বাবা মা থেকে বাচ্চার মধ্যে সংক্রমিত হয় না। যদিও একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কারন জিন গত কিছু বৈশিষ্ট্য যা দ্বারা ষ্ট্রেপটোকক্কাল ইনফেকশন ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে সংক্রামন হয়। ষ্ট্রেপটোকক্কাল সংক্রমন সাধারনত শ্বাসনালীর এবং লানার মধ্যদিতে ছাড়তে পারে।

কেন আমার বাচ্চার এই রোগটি হল ? এটা কি প্রতিরোধ করা যাবে ?
আবহাওয়া ও স্ট্রেপটোকক্কাল ব্যকটেরিয়ার প্রকার ভেদের কারনে এই রোগ হয়ে থাকে কিন্তু আসল কারন বের করা কঠিন। গিটের প্রদাহ ও হৃদপিন্ডের প্রদাহ স্ট্রেপটোকক্কাল এর প্রোটিন এর কারনে শরীরের এই অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয়। এই রোগ হওয়ার সম্ভবনা বেশী থকে যদি কিছু কিছু প্রকার স্ট্রেপটোকক্কাল ইনফেকশন করে ঝুকিপূর্ণ ব্যক্তিকে। ঘনবসতি অন্যতম কারন, যা রোগ ছাড়াতে সাহায্য করে। বাতজ্বর প্রতিরোধ নির্ভর করে খুব দ্রুত সনাক্ত করা এবং অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসা দেওয়া (এন্টিবায়োটিক এর মধ্যে পেনিসিলিন অন্যতম) স্ট্রেপটোকক্কাল জনিত গলায় প্রদাহ বাচ্চাদের চিকিৎসার জন্য।

এটা কি সংক্রামক ?
বাতজ্বর নিজে সংক্রমক নয় কিন্তু স্ট্রেপটোকক্কাল জনিত গলার প্রদাহ সংক্রমন করতে পারে।
স্ট্রেপটোকক্কাল ইনফেকশন ব্যক্তি হতে ব্যক্তিতে ছড়াতে পারে এবং ঘনবসতি জনিত কারনে বাসায়, স্কুলে অথবা ব্যায়ামাগারে। ভালভাবে হাত ধোবে এবং স্ট্রেপটোকক্কাল জনিত কারনে গলার প্রদাহে আক্রান্ত ব্যক্তির খুব কাছাকাছি না যাওয়া।

প্রধান প্রধন উপসর্গগুলি কিকি।
বাতজ্বর সচারাচর প্রত্যেকে রোগীর ক্ষেত্রে একই রকম উপসর্গ নিয়ে প্রকাশ করে। এটা হতে পারে
স্ট্রেপটোকক্কাল জনিত গলায় প্রদাহ, টনসিল ফুলে যাওয়ার পর এ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে যথাযথ চিকিৎসা না করলে এই রোগ হতে পারে।
গলার প্রদাহ বা টনসিল প্রদাহ জ্বর, গলা ব্যথা, মাথা ব্যথা, লাল তালু, টনসিল হয়ে পুজ বের হওয়া এবং ফুলে যাওয়া, ঘাড়ের লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া এবং ব্যথা হবে। যদিও এই উপসর্গ অল্প বা নাও দেখা যেতে পারে স্কুলগামী ও বয়ঃসন্ধি বাচ্চাদের । একটার রোগ আক্রান্তের পর ২-৩ সপ্তাহ রোগের উপসর্গ দেখা যায় না, পরে জ্বর এবং অন্যান্য উপসর্গ নিয়ে প্রকাশ করতে পারে যা নীচে বর্নিত হলো।

□□□□□□□□ □□□□□□□

গিরটের প্রদাহ একই সময় বিভিন্ন বড় গিড়ায় হতে পারে বা একটা গিড়ায় হতে অন্য গিড়ায় যেতে পারে একটা হতে দুইটা একই সময়ে (হাটু, কনুই, গোড়ালী বা কাধে)। এক বলা হয় সঞ্চারনশীল বা হঠাৎ গিরটে প্রদাহ। হাতে ও ঘাড়ের হাড্ডিতে কম হয় গিট ফুলে যাওয়ার পরে গিরটে ব্যথা বেশী অনুভুত হয়। বেদনানাশক ঔষধ খাওয়ার পর ব্যাথা কমে

যায়। এসপেরিন নামক বেদনানাশক ঔষধ বেশী ব্যবহৃত হয়।

???????????? ???????

হৃদপিন্ডের প্রদাহ একটি মারাত্মক লক্ষন। বিশ্রামের সময় বা ঘুমের মধ্যে হৃদপিন্ডের গতি বাড়িয়ে দেয় যা বাতজ্বর জনিত হৃদপিন্ডের প্রদাহের প্রকাশ। হৃদপিন্ডের পরীক্ষার অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া সাথে হৃদডিন্ডের অস্বাভাবিক শব্দ পাওয়া গেলে তা নিশ্চিত করে যে হৃদপিন্ডের আক্রান্ত হয়েছে। এ স্বাভাবিক হৃদপিন্ডের শব্দ যা সূক্ষ্ম থেকে অনেক জোরালো শোনা যায় তা নির্দেশ করে "এনডোকারডাইটিস" । যদি প্রদাহটি হৃদপিন্ডের আবরনীতে হয় তখন তাকে "পেরিকারডাইটিস" বলে। হৃদপিন্ডের চারপাশে কিছু পানি জমে যা কোন লক্ষন প্রকাশ করে না। হৃদপিন্ডের মাংসের প্রদাহের কারনে এর সংকোচন ও প্রসারনে গতি কমে যায়। এর ফলে কাশি, বুকে ব্যথা, নাড়ির গতি বেড়ে যাওয়া, শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায়। তখন একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের কাজে পাঠাতে হবে এবং কিছু পরীক্ষা প্রয়োজন হবে। বাতজ্বর জনিত হৃদপিন্ডের ভালব আক্রান্ত হতে পারে প্রথম বার বাতজ্বর হলে কিন্তু এটা পরের বার বাতজ্বরে আক্রান্তের ফলও হতে পারে। পরবর্তীতে বড় হয়ে আরো সমস্যা হবে যা প্রতিরোধ করা কঠিন।

"???????"

কোরিয়া শব্দটি গ্রীক শব্দ হতে এসেছে যার অর্থ নাচ। "কোরিয়া" হল চলাচলের ব্যধি যা মস্তিকের যে অংশ শরীরের চলাফেরা নিয়ন্ত্রন করে তার প্রদাহের কারনে হয়ে থাকে। বাতজ্বরে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ১০-৩০% লোকের এটা হয়ে থাকে। কোরিয়া রিগরা ও হৃদপিন্ডের প্রদাহের অনেক পরে হয়ে থাকে যা গলার প্রদাহের ১-৬ মাস পরে হয়ে থাকে। প্রাথমিক লক্ষন হল স্কুলগামী বাচ্চাদের হাতের লেখা খারাপ হয়, নিজের জামা কাপড় পড়া ও নিজের কাজ করার অসুবিধা হয়। কখনও হাটতে ও খেতে সমস্যা হয়। কারন চলাফেরার সময় অনৈচ্ছিক কম্পন হয়। চলাফেরা ঐচ্ছিক ভাবে কিছু সময়ের জন্য নিয়ন্ত্রন করা যায়। ঘুমের মধ্যে থাকেনা বা বেড়ে যায় যখন জোর করা হয় এবং ক্লান্ত থাকে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়াশুনার ব্যঘাত ঘটে কারন অমনোযোগী, দুশ্চিন্তা, মেজাজ ঠিক থাকে না। সহজেই কান্না করে দেয়। যদি সুক্ষ্মভাবে না দেখা হয় তাহলে এটাতে আচার আচরনের অসুবিধা মনে হবে এগিয়ে যাবে। যদিও তা নিজে নিজে ভালো হয়ে যায় তবুও চিকিৎসা এবং পর্যবেক্ষনে রাখতে হবে।

??????? ????????

চামড়ার ফুলকুড়ি খুব কমই হয়ে থাকে বাতজ্বরে যাকে বলা হয় "ইরাইথেমা মারজিনেটাম" যা দেখতে লাল গোল দাগের মত এবং "সাব কিউটেনিআস নোডিওল" যার ব্যথা নাই, নড়াচড়া করা যায়, শস্যকনার মত দানাদার, উপরের চামড়া রং স্বাভাবিক, সাধারনত সংযুক্ত স্থলের চামড়ার উপর পাওয়া যায়। এই লক্ষন গুলো ৫% রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায়। সুস্থ ও হঠাৎ হওয়ার জন্য অনেক সময় এই লক্ষনগুলো ধরা পড়ে না। এই লক্ষনগুলো একা হয় নাই, এর সাথে হৃদপিন্ডের মাংসের প্রদাহ হয়। বাবা মারা আরো বলেন যে এর সাথে বাচ্চাদের জ্বর, কলিন্ত, খাবারের অরুচি, ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া, পেটে ব্যাথা এবং নাক দিয়ে রক্ত পড়া যা রোগের প্রাথমিক স্তরে হয়।

এই রোগ সব বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একই হবে?
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বড় বাচ্চাদের অস্বাভাবিক হৃদপিন্ডের শব্দ শোনা যায় বা বয়সন্ধিকালে গাটের প্রদাহ ও জ্বর থাকে। ছোট বাচ্চারা হৃদপিন্ডের প্রদাহ অসুবিধা নিয়ে আসে তাদের গিরার অসুবিধা কম থাকে।
"কোরিয়াঃ এককী দেখা দিতে পারে বা এর সাথে হৃদপিন্ডের প্রদাহ থাকতে পারে। কিন্তু নিবিড় পর্যবেক্ষন এবং পরীক্ষা নিরিক্ষা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরামর্শ করা প্রয়োজন।

এই রোগ বাচ্চাদের ও বড়দের ক্ষেত্রে আলাদা?

বাতজ্বর হল স্কুলগামী বা ছোট বাচ্চাদের রোগ যা ২৫ বছর পর্যন্ত হতে পারে। ৩ বছরের পূর্বে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম এবং ৮০% ক্ষেত্রে ৫-১৯ বছরের মধ্যে হয়ে থাকে কিন্তু এটা দেরীতে হতে পারে যদি অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসা প্রকৃতভাবে না হয়।